রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের

সাগিনা মাহাতো

রমা গাঙ্গুলী এবং মিনি কাপুর-এর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

রূপদর্শী র
মূল আখ্যায়িকা অবলম্বনে
রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল-এর

সাগিনা মাহাতো

সংগীত · চিত্রনাট্য ও পরিচালনা · **তপন সিংহ**

প্রযোজনা হেমেন গাঙ্গুলী

যুগ্ম-প্রযোজক · জে·কে·কাপুর

গীতরচনা · হেমেন গাঙ্গুলী ও শ্যামল গুপ্ত

নৃত্য পরিচালনা · রোশন কুমারী

চিত্রশিল্পী · বিমল মুখোপাধ্যায় / শিল্পনির্দেশ · সুনীতি মিত্র / সম্পাদনা · সুবোধ রায় / শব্দগ্রহণ · অতুল চট্টোপাধ্যায় (ইনডোর) ও দেবেশ ঘোষ (আউটডোর) / সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা · সত্যেন চট্টোপাধ্যায় / কণ্ঠসঙ্গীত · অনুপ ঘোষাল · পিন্টু ভট্টাচার্য · আরতি মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার / রূপসজ্জা · শক্তি সেন / কর্মনিয়ামক · রতন চক্রবর্তী কর্মসচিব · শান্তি শেখর চৌধুরী / স্থিরচিত্র · ক্যাপস্ / আলোকপাত · দুখীরাম অধিকারী · শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় · নিতাই শীল · গুণনিধি লেঙ্কো · হরিপদ হাইত · জগু সিং · শৈলেন দত্ত · রামপ্রসাদ শর্মা / পরিচয় লিখন · নিতাই বসু

প্রচার · বাগীশ্বর ঝা

সহকারী

পরিচালনা · বলাই সেন · পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় · বিবেক বকশী · অমিতাভ দাশগুপ্ত / নৃত্য পরিচালনা · শালিনি চোপরা / চিত্রশিল্পী ঝিন্টু দত্ত ও বীরেন মুখোপাধ্যায় / শিল্পনির্দেশ · বুদ্ধদেব ঘোষ / সম্পাদনা · নিমাই রায় শব্দগ্রহণ · রথীন ঘোষ ও বাবু সেনগুপ্ত / শব্দপুনর্যোজনা বলরাম বারুই / সঙ্গীত পরিচালনা · অলোক নাথ দে

সাজসজ্জা · যতীন কুণ্ডু · বিষ্টু দাস · সিনে ড্রেস

রূপায়ণে

দিলীপকুমার · সায়রা বানু

সুমিতা সান্যাল · স্বরূপ দত্ত · অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় · ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় · রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত · চিন্ময় রায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় · কুমার রায় · জে·এ·লিডল · রোমী চৌধুরী · শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় · অসীম চক্রবর্তী · মোদি কোহেন · শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় · শম্ভু ভট্টাচার্য · এ·বি·কোহেন · পলাশ দাস · অনিল মণ্ডল · সাধন সেনগুপ্ত সতু মজুমদার · ননী গাঙ্গুলী · দেবু রায় চৌধুরী · শুভব্রত গুপ্ত · কুমার কে যতীন · সমীর সরকার · সুবোধ দাস

অনিল চট্টোপাধ্যায়

আর·সি·এ শব্দপদ্ধতিতে ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ প্রাঃ লিঃতে চিত্রায়িত ও শব্দ-যোজিত / শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনিক পাল চৌধুরী · প্রতাপ আগরওয়াল · মুকুল মুখোপাধ্যায় · গুমটি টি এষ্টেট · গৌরীশঙ্কর টি এষ্টেট পঃ বঙ্গ সরকার (বন বিভাগ) এবং গয়াবাড়ী · তিনধারিয়া ও কার্শিয়াং-এর জনগণের অকৃপণ সহযোগিতা

বিশ্বস্বত্ব · রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল · রাঁচী · বম্বে · কলিকাতা

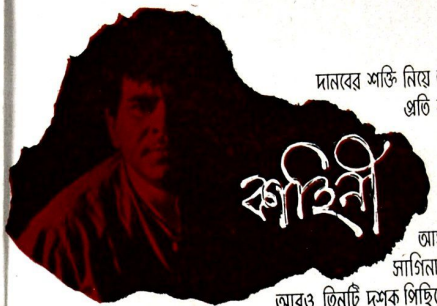

বিচার চলছে গণ আদালতে!
দানবের শক্তি নিয়ে যে পারে শত্রুকে রুখতে, আর্তমানবের প্রতি করুণায় যে বিগলিত প্রাণ, সহকর্মীদের প্রতি অন্তরের আস্থা নিয়ে যে সংগঠনের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে সেই সাগিনা মাহাতোর বিচার।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অভিযুক্ত ঐ সাগিনা মাহাতোকে চিনে নিতে আসুন আমরা আরও তিনটি দশক পিছিয়ে যাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল কাঁধে নিয়ে মুমূর্ষু ভারতের দুঃসহ সেই দিনগুলি। পল্লীবাংলার এক কোনে বৃটিশ মালিকাধীন এক কারখানায় পশুর মত নির্মম অবহেলা সয়ে উদয়াস্ত খেটে চলেছে দীন দরিদ্র একদল মানুষ। ঊষার প্রথম আলোই বুঝি ওদের জীবনে হানে হতাশার আঘাত, রোদনভরা সন্ধ্যায় সেই বেদনাকে ভুলে থাকতে মত্ত হয় ওরা সুরাপানের আনন্দে। ব্যর্থতার ক্লেদক্লিষ্ট জীবনে এমনি করেই ওরা পার করে চলেছে প্রতিটি দিন।

হয়তো এমনি করেই ওদের জীবন শেষ হয়েও যেত, কিন্তু হঠাৎ একদিন এই ক্লিষ্ট জীবনে জ্বলল আশার আলো, জ্বাললো সাগিনা মাহাতো! এক নিরপরাধ শ্রমিককে বরখাস্ত করার ঘটনাকে ঘিরে সে হতাশাচ্ছন্ন সমস্ত শ্রমিককে একতাবদ্ধ করল, তাদের বুঝতে দিল তাদেরও আছে বাঁচবার অধিকার, আছে প্রত্যাঘাতের শক্তি, হলো বৃটিশের বুটের তলায় ম্রিয়মান সেই শ্রমিক জীবনে প্রথম ধর্মঘট। কিন্তু সেই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই যে সাগিনা ধীরে ধীরে সমস্ত শ্রমিকদের অন্তর জয় করে নিয়েছে, তাকে বসিয়েছে তারা নেতৃত্বের আসনে - সাগিনা নিজেও সে কথা জানে না। কারো অনিষ্টসাধন যার কল্পনারও অতীত, শান্তির দিকচক্রবালে দৃষ্টিনিবদ্ধ নির্মলচিত্ত সংগঠনকর্মী সেই অমল এল ওদের মাঝে সেই বাঁচার লড়াইয়ে মদত জোগাতে, এল সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে।

এই সময় কারখানার ফোরম্যান স্মিথ, শ্রমিকদের ধূলিকনাজ্ঞানে অবহেলা করাই যার প্রকৃতি, সে লছমী নামে এক তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতে গিয়ে প্রহৃত হয় লছমীর প্রেমিক বাদলের হাতে। কর্তৃপক্ষের চক্রান্তে বাদলকে পুলিশ গ্রেফতার করে, কারখানায় দ্বিতীয়বার ধর্মঘটের আহবান জানায় সাগিনা।

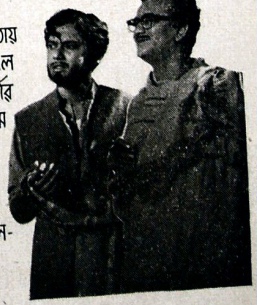

পরিস্থিতি যখন জটিল তখন কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মিঃ দত্ত, অনিরুদ্ধ ও বিশাখা এল মধ্যস্থতা করতে। শান্তি ফিরে এল, চালু হল কারখানা, কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে ঘটল আরেক বিপর্যয়। সেই অঞ্চলের শ্রমিকদের মাঝে সংগঠনের কাজ চালাবার দায়িত্ব ছিল অনিরুদ্ধর উপর। সে বুঝেছিল সাগিনার উপস্থিতিতে শ্রমিকদের মাঝে তার নেতৃত্বের আশা বৃথা। তাই সাগিনার প্রতি শ্রমিকদের মন বিষিয়ে তোলার ষড়যন্ত্রে মিঃ দত্তের অমতেই সে সাগিনাকে লেবার ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের পদটি পাইয়ে দেয়।

ঘটনার গতি এগিয়ে চলে। সাগিনাকে আসতে হলো কলকাতায়। ঘনিষ্ঠতমে কমরেডদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে সহকর্মীদের চোখে সে শত্রুতে পরিণত হলে। দুঃসহ অবিশ্বাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই দিনে শুধু তার ললিতার অন্তরের আস্থা আর প্রেমের অর্ঘটুকুই ছিল তার জীবনের সম্বল কিন্তু আদর্শের সংঘাতে সংগঠন থেকে অনিরুদ্ধকে বহিষ্কৃত করে দেওয়ায় পরিস্থিতি নতুন পথে মোড় নিল। আরও কিছু কর্মীর সাথে অমলও বিশাখাও অনিরুদ্ধর পক্ষ নেয়। ক্ষমতা হস্তগত করবার মত্ততায় অনিরুদ্ধ সাগিনাকে পরামর্শ দেয় কারখানাটিকে উড়িয়ে দিতে। অস্বীকৃত হয় সাগিনা, ফলে অনিরুদ্ধের অনুসরণকারী প্রতিক্রীয়াশীল চক্রের হাতে তাকে বন্দী হতে হয়। তার অপরাধ প্রমাণ করবার জন্য চলে এক বিচারের প্রহসন অনিরুদ্ধের নেতৃত্বে।

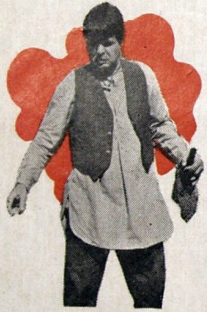

আসামীর কাঠগড়ায় অভিযুক্ত এই সেই সাগিনা। সওয়াল জবাবের বাঁকে বাঁকেই চলে কিন্তু প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন। সকলেই ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে জীবনে কোন পাপ না করেও সাগিনা কি ভাবে এক পাপ চক্রের হাতে ক্রীড়নক হয়েছে। অনিরুদ্ধর ব্যক্তিগত ক্ষমতালোলুপতার কদর্যরূপ আর কারো কাছে গোপন থাকেনা, অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে এমন কি চির অনুগত বিশাখাও আর এই বিচারের প্রহসন সইতে পারে না। এই ভণ্ডামীর প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে অমল, সাম্যবাদী আর্তমানবের প্রতি করুণায় কাতর অমল ক্ষমতার ক্ষুধায় দিশাহারা এক ডিকটেটরের বিরোধিতা করতে গিয়ে নৃশংস ভাবে নিহত হয়

কিন্তু রক্তমাংসের দেহটুকুই শুধু মিলিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। দেখা দিল তার অন্তরের সত্য অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের কলুষ-মুক্তি নিয়ে, ছড়িয়ে গেল অজস্র মানুষের অন্তরে। নবজাগ্রত মানুষের জয়োল্লাসে হারিয়ে গেল অনিরুদ্ধের দ্বেষ ও ঘৃণার হুঙ্কার। সাগিনার নেতৃত্বে অমলের শববাহী শোকযাত্রায় সুরু হয় সংগ্রাম, মানবিকতার জয়গানে নতুন যুগকে জয় করে নেবার প্রকৃত সংগ্রাম।

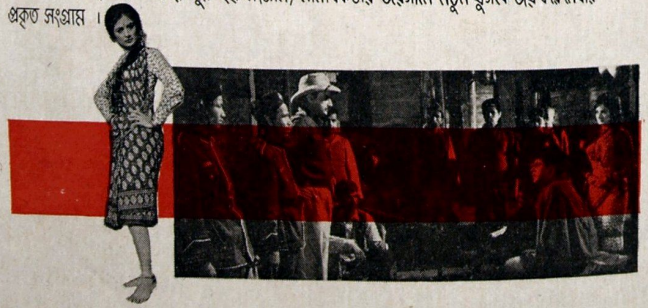

গান

ভালবেসে বেসে বাসরে ভাল
নইলে বেসোনা
ভালবেসে বেসে বাসরে ভাল
নইলে বেসোনা
নইলে বেসোনা গো সখি
নইলে বেসোনা
ভালবাসার যত জ্বালা
অচেনা অজানা খেলা
মুখে যত বলি
শালা মন মানে না
ভালবেসে বেসে বাসরে ভাল
নইলে বেসোনা
আঁধার ঘরের আলো হলাম
আসমানেরই তারা হলাম
হলাম গোলাম, হলাম চাঁপা, হলাম করবী
আউর – ভোর সবেরে ফির সখি
দেখা পেলাম না
ভালবেসে বেসে বাসরে ভাল
নইলে বেসোনা
নইলে বেসোনা গো সখি
নইলে বেসোনা
ভালবেসে বেসে বাসরে ভাল
নইলে বেসোনা

ছোটিসি পক্ষী ছোট্ট ঠোঁটেরে
মিষ্টি ফুলের মধু লুটেরে
ঝিরি ঝিরি ঝোরা তিরি তিরি নাচেরে
তিরি তিরি নাচেরে
তিরি তিরি নাচে

ছোটি ছোটি সপনা হামার
ছোটি আশা ছোটি পেয়ার
পাহাড়িয়া ছোট গাঁওয়ে ছোটিসি ঝোপড়ি হামার
চোরী চোরী আয়ী কৌন গোরী
চুপ চুপ রূপ দেখে তোরী
মন হল রঙ্গীন বাহার
ছোটিসি পক্ষী ছোট্ট ঠোঁটেরে
মিষ্টি ফুলের মধু লুটেরে
ঝিরি ঝিরি ঝোরা
তিরি তিরি নাচেরে
তিরি তিরি নাচেরে
তিরি তিরি নাচে

ও-ও-ও মাতাল হোলো আকাশ ভুঁই
মাতাল হামি মাতাল তুই
মাতওয়ালী এই জিন্দগী আউর
চাঁদ সুহাগী মাতাল দুঁই

পেয়ার ছুয়া সপনা হামার মন দুয়ারো ডাকাত তুই
চলতে গিয়ে হায় থমকে দেখিরে
বলতে গিয়ে তাই চমকে দেখিরে
হাসি ফাঁসি এক হোলো আসি যত কাছে রে
আসি যত কাছে রে
আসি যত কাছে

Story

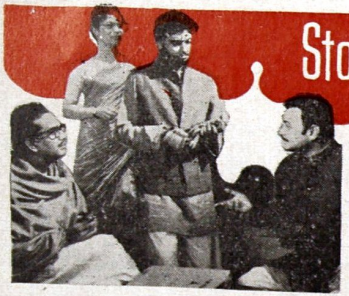

A people's court was in session to judge Sagina Mahato - a man who drank like a fish, smiled like an angel, fought his enemies like a demon and loved his comrades like a primitive God.

It was he who stood on the docks as the person condemned.

Some three decades ago, when this country of ours had been smarting under the yoke of British Imperialism, a violent drama was afoot in one corner of Bengal. Most people there used to work in a factory under British ownership. These poor, poor people drudged like mill-horses from dawn to dusk. They lived like pigs without any expectation and drowned all their miseries in drunken chalices in the sad evenings; thus went on their sad days; thus they lived their gloomy existence.

One day suddenly a ray of hope came athwart this gloom. Sagina Mahato led all the worker to strike over the issue of an innocent labour's dismisal. The management had to give in and Sagina almost unknowingly emerged as the leader.

Amal, a young dreamer whose heart knew no malice and whose vision was always projected towards a happy horizon, came in their midst to inspire them to fight tyranny and establish equality. Before long, the battle between the exploiter and the exploited started in right earnest.

Smith, the foreman of the factory who had always treated workers as dirt, tried to molest a young girl Lachmi and was seriously beaten up by Badal who was in love with Lachmi and by other workers led by Sagina. The management got Badal arrested by police and Sagina organised a second strike.

As the situation reached the point of no-return Mr. Dutta, Aniruddha and Bishakha from the Calcutta headquarters of the organisation to which Amal belonged entered the scene as mediators.

Peace at their instance was made and the factory started to function again. But something sinister happened behind the scene. Aniruddha, responsible for organising the workers in that area, decided to take all the wind out of Sagina's sail and hence, despite remonstrance from Mr. Dutta, managed to get him employed as the labour welfare officer.

Events started to flow faster. Sagina was taken to Calcutta to address a huge rally of workers. As time passed on, Sagina under forces of circumstances and machinations by Aniruddha, became isolated even from his closest comrades. He became willy-nilly an enemy of the people. Only Lalita, to whome life spelt Sagina, continued to cling to him.

The whole situation took a new turn when the organisation split over idiological issues and Aniruddha was expelled from the organisation. Amal, Bishakha and a few others followed Aniruddha. Aniruddha's first step in his mad lust for power was to approach Sagina to blow up the factory. This Sagina refused to do and was consequently taken a prisoner by Aniruddha's men. A mockery of a trial, presided over by Aniruddha was organised to condemn Sagina.

As the trial proceeded, facts started to float up on the surface. People came to realise slowly how Sagina had been more sinned against than sinning. Aniruddha's obsessive greed for personal power assumed menacing proportions. The course of events took such a turn that even Bishakha left this sham of a trial. Amal now stepped out to protest. This young dreamer whose sole reason of existence was equality and human charity, now stood in confrontation with a power-hungry dictator whom he had once implicitly trusted. A fiasco ensued in which Amal got murdered.

The humane vissionary died, but his cause was taken up by others. Aniruddha's scream of hatred and anger was drowned in the fury of the resurgent people. And with Sagina in the vanguard carrying Amal's body, the real battle, the battle for human values began . . . . . .

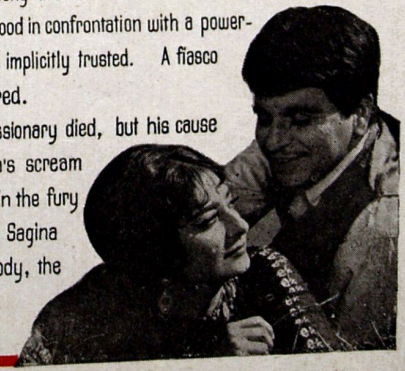

DILIP KUMAR
SAIRA BANU
SUMITA SANYAL
AJITESH BANERJI
SWARUP DUTTA
ANIL CHATTERJI

in

RUPASREE INTERNATIONAL'S

Sagina Mahato

DIRECTION & MUSIC
TAPAN SINHA
PRODUCED BY
HEMEN GANGULY
CO-PRODUCER
J.K.KAPUR

WORLD RIGHTS : RUPASREE INTERNATIONAL · RANCHI · BOMBAY · CALCUTTA

Engraved & Printed by UNIVERSAL PROCESS, 77/2, Dharamtalla Street, Calcutta 13. Phone : 246405.